pub/orn'

তারিখ 20 SEP 1996
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক ইনকিলাব

085

শিক্ষাঙ্গন

ভর্তি সমস্যা

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে লেখাপড়ার মান। আজকাল দেখা যায়, বেশ অনেক ছাত্র-ছাত্রী খুব ভালো ফল করছেন। এইতো সবেমাত্র বের হলো এস,এস,সি, পরীক্ষার ফলাফল। এবার এস,এস,সি, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগই পেয়েছে সাড়ে ৩৫ হাজারেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী। স্বাভাবিক কারণেই যারা ভাল রেজাল্ট করেছে তারা আশা করবে, সরকারী কলেজ, কারিগরি ইনস্টিটিউটে পড়ার জন্য। কিন্তু সাড়ে ৩৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির সংস্থান কোথায়? গতবারও দেখা গেছে, প্রথম বিভাগ পেয়েও অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভর্তি হতে পারেনি। তারা হয়তো এবারও চেষ্টা করবে ভর্তির জন্য। ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে নেমে এসেছে হতাশা। এবারও সুযোগ না পেলে হয়ত তাদের জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। অথচ এরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে দেশের জন্য অনন্য অবদান রাখতে পারতো। যে ছাত্র-ছাত্রীটি ভর্তি হতে পারেনি সেকি তার অযোগ্যতার জন্য পারেনি, নাকি ভর্তির সংস্থানের অভাবে পারেনি— বিষয়টি আজ ভেবে দেখতে হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও উচ্চ শিক্ষার ছাত্র-ছারতী ভর্তির সুযোগ ১২ বছরে ততটুকুও বাড়েনি। অথচ এই সময়ে প্রথম বিভাগের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীসহ তাদের মাতা-পিতা কত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই না ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতম দিনের দিকে তাকিয়ে আছে।

এ প্রেক্ষিতে আমাদের মতে, কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে সিট সংখ্যা অন্ততঃ দ্বিগুণ করা উচিত। এতে হয়ত ভর্তি সমস্যা কিছুটা লাঘব হতে পারে। সুযোগ হতে পারে যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির। এর জন্য প্রয়োজনবোধে কলেজসমূহে দু'টি শিফট চালু করা যেতে পারে।

আমাদের বর্তমান ভর্তি ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এমতাবস্থায় একজন ছাত্তর-ছাত্রী সব জায়গায় ভর্তির সুযোগ পায়. অন্যরা হয়ত কোথাও ভর্তি হতে পারে না। সব ছাত্র-ছাত্রীর স্বার্থে একটি সুষ্ঠু ভর্তিবিধি থাকলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। এতে প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্রের ভর্তির সমস্যার সমাধান হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরাও নানা জায়গায় দৌড়া দৌড়ির হাত থেকে রক্ষা পায়। অমরা যদি যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এখনও কিছু করতে না পারি তবে আমাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হবে না। নষ্ট হয়ে যাবে অনেক সম্ভাবনাময় জীবন। এজন্য একদিন আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

—খন্দকার শফিকুর রহমান
(খন্দকার বাড়ী)
পারদীঘুলিয়া, টাঙ্গাইল।

২